بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২২শে নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় হুদায়বিয়া সন্ধির ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং পরিশেষে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এ সম্পর্কে **বুদাইল বিন ওয়ারকা খুযাঈ** এবং আরও কয়েকজন কুরাইশ প্রতিনিধির মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যেখানে শিবির স্থাপন করেন সেখানে উপস্থিত হয়ে বুদাইল বলে, মক্কার নেতারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে আর তারা কোনোভাবেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। মহানবী (সা.) বলেন, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসি নি, বরং কেবলমাত্র উমরাহ্র অভিপ্রায়ে এসেছি। এরপর তিনি (সা.) মক্কাবাসীদের সাথে আপোষের বিষয়ে বুদাইলকে আবেগপূর্ণ কিছু কথা বলেন যার ফলে বুদাইল গভীরভাবে প্রভাবিত হয় আর মহানবী (সা.)-কে বলে, আমাকে একটি সুযোগ দিন। আমি মক্কায় গিয়ে আপনার বার্তা পৌঁছাবো এবং সন্ধির চেষ্টা করব। অতঃপর সে মক্কায় পৌঁছে কুরাইশ নেতাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর প্রস্তাব উপস্থাপন করে। তার কথা শুনে মক্কার অধিকাংশ নেতা সন্ধি করতে অস্বীকার করে। তবে **সাকীফ** গোত্রের সম্ভ্রান্ত নেতা **উরওয়া বিন মাসঊদ** কুরাইশের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর সাথে আরও বিস্তারিত আলোচনার অনুমতি নিয়ে তাঁর (সা.) কাছে আসে।

উরওয়া মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, আপনি যদি আপনার জাতিকে ধ্বংস করেন তাহলে আরবে এর চেয়ে বড়ো অন্যায় আর কেউ করে নি, আর যদি কুরাইশরা বিজয়ী হয় তাহলে আপনার সাথে যারা আছে তারা আপনাকে লাঞ্ছিত করবে এবং আপনাকে ফেলে পালিয়ে যাবে আর আপনি কুরাইশের হাতে বন্দি হবেন। মূলত সে এভাবে মহানবী (সা.)-কে ভয় দেখাতে চায়। পেছন থেকে **হযরত আবু বকর (রা.)** একথা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে বলেন, যাও! তোমরা তোমাদের **প্রতিমা লাতকে চুম্বন করো** অর্থাৎ, এর পূজা করতে থাকো। আমরা কোনোক্রমেই মহানবী (সা.)-কে পরিত্যাগ করব না। একথা শুনে উরওয়া জিজ্ঞেস করে, কে এই ব্যক্তি? যখন জানতে পারে যে, ইনি হলেন হযরত আবু বকর (রা.) তখন সে বলে, আল্লাহ্র কসম! যদি আমার প্রতি তোমার একটি অনুগ্রহ না থাকত তাহলে আমি নিশ্চয়ই এর উত্তর দিতাম। {অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) একসময় তাকে অর্থ সাহায্য দিয়ে উপকার করেছিলেন}। এরপর উরওয়া মহানবী (সা.)-এর দাঁড়ি ধরে কথা বলতে থাকে। (হুযূর বলেন, এশিয়া অঞ্চলে কথা মানানোর উদ্দেশ্যে মিনতি বা অনুনয়ের চিহ্ন হিসেবে সম্বোধিত ব্যক্তির দাঁড়িতে হাত দেয়ার প্রচলন রয়েছে)। হযরত মুগীরা (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-এর পাশেই তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এটি দেখে নিজের তরবারির প্রান্ত দ্বারা তার হাত সরিয়ে দেন আর বলেন, তরবারির আঘাত লাগার পূর্বে তোমার হাত সরিয়ে নাও, কেননা কোনো মুশরিকের অপবিত্র হাত মহানবী (সা.)-কে স্পর্শ করতে পারে না।

অতঃপর উরওয়া মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে তাঁর (সা.) প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা লক্ষ্য করে। সে দেখে, যখনই মহানবী (সা.) থুথু ফেলেন সাহাবীগণ তা হাতে নিয়ে নিজেদের শরীরে মেখে নেন। যখনই তিনি (সা.) কোনো নির্দেশ দেন সাহাবীগণ (রা.) তৎক্ষণাৎ তা পালন করেন। যখন তিনি (সা.) ওযু করেন সেই ওযুর পানি সংগ্রহের জন্য তারা সবাই উপচে

পড়েন, এমনকি তাঁর একটি চুলও তারা মাটিতে পড়তে দেন না। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর সামনে তারা ক্ষীণস্বরে কথা বলেন এবং চোখে চোখ রেখে তাঁর দিকে তাকাতেন না। এরপর **উরওয়া** মক্কায় মুশরিকদের কাছে গিয়ে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোনো বাদশাহ্‌র জন্যও তাঁর অনুসারীদের মাঝে এতটা ভালোবাসা দেখিনি, যতটা মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর সাহাবীদের মাঝে দেখেছি। সেও বুদাইলের ন্যায় একই কথা বলে যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা মেনে নাও এবং তাঁর সাথে সন্ধি করে নাও আর তোমরা ভালোভাবে জেনে রাখো, যদি তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো তাহলে তারাও তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। এরপর **হালীস বিন আলকামা কেনানী আহাবিশ** মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যায় এবং মুসলমানদেরকে দেখে বলে, সুবহানাল্লাহ্‌! তাদেরকে বায়তুল্লাহ্‌ তওয়াফ করা থেকে বাঁধা প্রদান করা উচিত হবে না। আল্লাহ্‌ তা'লা এর অনুমতি প্রদান করেন নি যে, আরবের অন্যান্য গোত্র হজ্জ করবে আর আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরকে বায়তুল্লাহ্‌তে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করা হবে। কাবার প্রভুর কসম! কুরাইশ ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা নিঃসন্দেহে তারা উমরাহ্‌ করতে এসেছে। তবে যতজনই কুরাইশকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে, তারা তাদের সিদ্ধান্তে অনঢ় ছিল।

এর বিপরীতে মহানবী (সা.) প্রথমে **খিরাশ বিন উমাইয়্যা (রা.)-কে** কুরাইশের কাছে প্রেরণ করেন যেন কুরাইশের কাছে নিজেদের সফরের উদ্দেশ্যে তুলে ধরতে পারেন। ইকরামা বিন আবু জাহল তার উটের পায়ের রগ কেটে ফেলে এবং তাকে হত্যা করতে চায়, কিন্তু আহাবিশ তাকে বাঁধা দেয় এবং খিরাশকে চলে যেতে বলে। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে পুরো বৃত্তান্ত খুলে বলেন। এভবে কুরাইশরা শান্তি বিঘ্নিত করার পাঁয়তারা করতে থাকে, কিন্তু মহানবী (সা.) বারবার ক্ষমা করে যাচ্ছিলেন এবং সহ্য করছিলেন। ইতঃমধ্যে কুরাইশরা ৪০-৫০ জনের একটি দল, বরং কোনো কোনো স্থানে বর্ণিত হয়েছে, ৮০ জনের একটি দলকে হুদায়বিয়ার কাছে প্রেরণ করে যেন তারা মুসলমানদের আশেপাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকে এবং সুযোগ বুঝে তাদের ক্ষতি করে, এমনকি মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করে। কিন্তু মুসলমানরা সতর্ক থাকায় তারা কোনো ক্ষতি করতে পারে নি, বরং তাদের সবাইকে বন্দি করা হয়। তথাপি এতটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও মহানবী (সা.) তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন এবং বার বার সন্ধির প্রচেষ্টাই করতে থাকেন।

এরপর মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে কুরাইশের কাছে যেতে বলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কুরাইশরা আমার শত্রুতা সম্পর্কে অবগত, তাই আমার প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে আর বনু আদী বংশের এমন কেউ নাই যে আমার সুরক্ষা করবে। তবে যদি আপনি চান তাহলে আমি অবশ্যই সেখানে যাব। এখানে তিনি নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন না, বরং তার মৃত্যুর মাধ্যমে সন্ধির সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার এবং যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলেন। যাহোক, এরপর তিনি হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে বলেন, মক্কাবাসীদের কাছে আমার চেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হলেন, হযরত উসমান (রা.) আর তাঁর বংশ অনেক বড়ো, যারা তার সুরক্ষাও করবে এবং আপনার বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দিবে। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে সংলাপের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রেরণ করেন, যেন তিনি কুরাইশকে মুসলমানদের নিয়্যত ও অভিপ্রায় সম্পর্কে জানাতে পারেন।

তিনি (সা.) হযরত উসমানকে আরও বলেন, তিনি যেন মক্কায় যেসব মুসলমান আছে তাদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন আর তাদেরকে কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করতে বলেন। হযরত উসমান (রা.) মক্কায় গিয়ে কুরাইশের কাছে মহানবী (সা.)-এর বাণী তুলে ধরেন, কিন্তু কুরাইশরা সবাই

এ বিষয়ে গোঁ ধরে বশে যে, এ বছর আমরা তোমাদেরকে উমরাহ্ করতে দিতে পারব না। তথাপি হযরত উসমান (রা.)-র আকাঙ্ক্ষা দেখে অনেকে বলে, তুমি চাইলে একা উমরাহ্ করতে পারো। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করে বলেন, মহানবী (সা.) মক্কার বাইরে বাঁধাগ্রস্ত হবেন আর আমি কাবা তওয়াফ করব, এটি অসম্ভব। অবশেষে তিনি নিরাশ হয়ে যখন ফেরত আসার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন ঠিক সে সময় মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত উসমানকে শহীদ করা হয়েছে। এ সংবাদ হুদায়বিয়ায় পৌঁছলে মহানবী (সা.) চরম ক্রোধান্বিত এবং গভীরভাবে ব্যথিত হন। কেননা প্রথমত, এ দিনগুলো নিষিদ্ধ মাসের দিন ছিল আর মক্কাও হেরেমের বা সম্মানিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর জামাতা এবং সম্মানিত সাহাবীদের একজন ছিলেন। সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো, তিনি মক্কায় ইসলামের দূত হিসেবে গিয়েছিলেন। এ কারণে মুসলমানদের মাঝেও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বাবলা গাছের নিচে একত্রিত করেন এবং বলেন, **খোদার কসম! যদি এ কথা সত্য হয় তাহলে আমরা উসমানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত এ স্থান থেকে পিঁছু হটবো না**। এরপর তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে তাঁর হাতে হাত রেখে এ বিষয়ে অঙ্গীকারপূর্বক বয়আত করতে বলেন যে, **তোমাদের মাঝে কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না এবং নিজের জীবন চলে গেলেও কোনো অবস্থায় নিজের স্থান পরিত্যাগ করবে না**। এরপর সবাই মহানবী (সা.)-এর হাতে হাত রেখে পরম উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে বয়আত করেন। এটি **বয়আতে রিজওয়ান** নামে খ্যাত অর্থাৎ, সেদিন খোদা তা'লার সন্তুষ্টিভাজনরা এক হাতে বয়আত করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা **সূরা ফাতাহ্'তে** বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। সাহাবীরা সর্বদা এই বয়আতকে অত্যন্ত গর্ব ও ভালোবাসার সাথে বর্ণনা করতেন। হুযূর (আই.) বলেন, হুদায়বিয়ার অবশিষ্ট ঘটনা ইনশআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যেমনটি সবাই অবগত আছে যে, ইউরোপের পরিস্থিতিও দ্রুততার সাথে যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা বেড়েই চলছে। যাহোক, দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন সকল আহমদী এবং শান্তিপ্রিয় লোকদের যুদ্ধের মন্দ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখেন এবং এরা যেন যুদ্ধে এমন অস্ত্র ব্যবহার না করে যার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। মুসলমান দেশগুলোর জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিন এবং তারা যেন সত্য অনুধাবন করতে পারে। এরপর জামা'তের সদস্যদের নিজেদের বাড়িতে দুই তিন মাসের খাদ্যশষ্য মজুদ করে রাখার কথা স্মরণ করিয়ে হুযূর বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন, তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)